SME NEWS
এসএমই নিউজ
এসএমই ফাউন্ডেশনের ত্রৈমাসিক নিউজলেটার
বর্ষ ০৯ | সংখ্যা ৩০ | এপ্রিল-জুন ২০২০

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে অর্থনৈতিক প্রভাব উত্তরণে সিএমএসএমই খাতের জন্য ২০ হাজার কোটি টাকাসহ ৭২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি গণভবনে সংবাদ সম্মেলনে করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে দেশে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব ও উত্তরণের কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করেন

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে দেশের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব উত্তরণে সিএমএসএমই খাতের জন্য ২০ হাজার কোটি টাকাসহ মোট ৭২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকার পাঁচটি প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ৫ এপ্রিল ২০২০, রোববার সকাল ১০টায় প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবনে সংবাদ সম্মেলনে এই কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করেন। এর আগে তৈরি পোশাক খাতের জন্য ৫ হাজার কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। নতুন ৪টিসহ মোট ৫টি প্যাকেজে আর্থিক সহায়তার পরিমাণ ৭২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা, যা জিডিপির প্রায় ২ দশমিক ৫২ শতাংশ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, করোনা পরিস্থিতি বৈশ্বিক মহামন্দা অবস্থা সৃষ্টি করেছে। তাই পরিস্থিতি মোকাবিলায় তাঁর সরকার এই পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণে সহায়তার পদক্ষেপ হিসেবে তাৎক্ষণিক করণীয়, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার কথাও জানান প্রধানমন্ত্রী। শ্রমিক-কর্মচারী বা অন্যান্য কর্মজীবী মানুষ যাতে কর্মহীন না হয়ে পড়েন, সেজন্য এই আর্থিক সহায়তা প্যাকেজ ও ঋণ সুবিধা দেয়ার কথা জানান প্রধানমন্ত্রী । সেই সাথে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের ব্যাপকতা বাড়ানোর কথাও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ৫টি প্যাকেজ:

প্যাকেজ-১: **ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা দেয়া:** ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প সুদে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দেয়ার লক্ষ্যে ৩০ হাজার কোটি টাকার একটি ঋণ সুবিধা প্রণয়ন করা হবে। ব্যাংক-ক্লায়েন্ট রিলেশনের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সংশ্লিষ্ট শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে তাদের নিজস্ব তহবিল থেকে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাবদ ঋণ দেওয়া হবে। এ ঋণ সুবিধার সুদের হার হবে ৯%। প্রদত্ত ঋণের সুদের অর্ধেক অর্থাৎ ৪.৫০% ঋণগ্রহীতা শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিশোধ করবে এবং অবশিষ্ট ৪.৫০% সরকার ভর্তুকি হিসেবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে দেবে।

প্যাকেজ-২: **ক্ষুদ্র (কুটির শিল্পসহ) ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান:** ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প সুদে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল প্রদানের লক্ষ্যে ২০ হাজার কোটি টাকার একটি ঋণ সুবিধা প্রণয়ন করা হবে। ব্যাংক-ক্লায়েন্ট রিলেশনের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে তাদের নিজস্ব তহবিল থেকে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বাবদ ঋণ দেবে। এ ঋণ সুবিধার সুদের হারও হবে ৯%। ঋণের ৪% সুদ ঋণগ্রহীতা শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিশোধ করবে এবং অবশিষ্ট ৫% সরকার ভর্তুকি হিসেবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে দেবে।

প্যাকেজ-৩: **বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবর্তিত এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (ইডিএফ)-এর সুবিধা বাড়ানো:** ব্যাংক টু ব্যাংক এলসির আওতায় কাঁচামাল আমদানি সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইডিএফের বর্তমান আকার ৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন (৩৫০ কোটি) মার্কিন ডলার থেকে ৫ বিলিয়ন (৫০০ কোটি) ডলারে উন্নীত করা হবে। ফলে ১ দশমিক ৫ বিলিয়ন (১৫০ কোটি) ডলারের সমপরিমাণ অতিরিক্ত ১২ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা ইডিএফ তহবিলে যুক্ত হবে। ইডিএফের বর্তমান সুদের হার LIBOR + ১.৫% (যা প্রকৃত পক্ষে ২.৭৩ %) থেকে কমিয়ে ২% নির্ধারণ করা হবে।

প্যাকেজ-৪: **প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট রিফাইন্যান্স স্কিম নামে বাংলাদেশ ব্যাংক ৫ হাজার কোটি টাকার একটি নতুন ঋণ সুবিধা চালু করবে। এ ঋণ সুবিধার সুদের হার হবে ৭%।**

প্যাকেজ-৫: **ইতঃপূর্বে রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতনভাতা পরিশোধ করার জন্য ৫ হাজার কোটি টাকার একটি আপদকালীন প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।**

সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ২০,০০০ কোটি টাকা প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ প্রাপ্তির জন্য এসএমই ফাউন্ডেশন প্রণীত নির্দেশিকা

কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই) উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বজায় রাখা এবং শিল্প কারখানায় নিয়োজিত জনবলকে কাজে বহাল রাখার উদ্দেশ্যে ৫ এপ্রিল ২০২০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প সুদে চলতি মূলধন ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রবর্তনের জন্য ২০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেন। কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (সিএমএসএমই) উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের মধ্যে ঋণ বিতরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করে পৃথকভাবে মোট ৪টি (১৩, ২৬, ৩০ এপ্রিল ২০২০ এবং ১২ মে ২০২০) সার্কুলার জারি করেছে। সার্কুলার মোতাবেক ব্যাংকগুলো করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের চলতি মূলধন সরবরাহের লক্ষ্যে প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় সর্বোচ্চ ১ বছর মেয়াদী ঋণ প্রদান করা হবে। ঋণ প্রদান করা হবে উদ্যোক্তা-ব্যাংকার সম্পর্কের ভিত্তিতে এবং ঋণ আদায়ের ঝুঁকি ব্যাংক বা অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বহন করবে। প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগে সুদ/মুনাফার হার সর্বোচ্চ ৯%। মূলতঃ ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিজস্ব তহবিল হতে ঋণ প্রদান করবে সরকারের পক্ষ থেকে শুধুমাত্র সুদ/মুনাফার ৫% ভর্তুকি প্রদান করা হবে। প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ প্রদানের জন্য ব্যাংক/অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রয়োজনীয় তারল্য সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও (সিআরআর) এবং স্ট্যাচুটরি লিকুইডিটি রেশিও (এসএলআর) এর হার সমন্বয় করেছে। এছাড়া, ব্যাংক/অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় সিএমএসএমই খাতে বিতরণকৃত সর্বোচ্চ ৫০ ভাগ পুন:অর্থায়ন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ১০ হাজার কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে ঋণ বিতরণ মনিটরিং করার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে এবং বিভাগীয় পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হয় এবং প্রত্যেক ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঋণ বিতরণ মনিটরিং করার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে একটি বিশেষ মনিটরিং টিম গঠনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য 'এসএমই খাত উজ্জিবন সংক্রান্ত কমিটি' গঠন করা হয়। পরবর্তীতে এই কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অনুমোদনক্রমে শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জেলা প্রশাসককে আহবায়ক করে 'জেলা এসএমই ঋণ বিতরণ মনিটরিং কমিটি' গঠন করা হয়।

১. ঋণের ধরণ:

এই প্যাকেজের আওতায় করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত সিএমএসএমই খাতের উদ্যোক্তাদের চলতি মূলধন (working capital) বাবদ ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা দেয়া হবে;

- কোনো একক উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ এক বছর এ প্যাকেজের আওতায় সরকারের কাছ থেকে ভর্তুকি পাবেন;
- ঋণ গ্রহীতার প্রয়োজন এবং ব্যাংকার-উদ্যোক্তা সম্পর্কের ভিত্তিতে ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে গ্রেস পিরিয়ড থাকতে পারে।

২. ঋণের বৈশিষ্ট্য:

- করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান প্যাকেজের আওতায় ঋণ পাবেন;
- ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সিএমএসএমই খাতের উৎপাদন ও সেবা উপখাতকে প্রাধান্য দেয়া হবে;
- ব্যবসা/ট্রেডভিত্তিক মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা এ সুবিধার আওতাভুক্ত হবে;
- গ্রামাঞ্চলের উদ্যোক্তা, নারী-উদ্যোক্তা এবং নতুন উদ্যোক্তা প্যাকেজের আওতায় ঋণ পাবেন;
- প্যাকেজের আওতায় কোন ঋণ/ বিনিয়োগ নবায়ন করা যাবে না;
- এ স্কিমের আওতায় গৃহীত ঋণ/বিনিয়োগের অর্থ দিয়ে গ্রাহকের বিদ্যমান অন্য কোন ঋণ/বিনিয়োগ সমন্বয় করা যাবে না।

৩. গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগের সুদ/মুনাফার হার:

- প্যাকেজের আওতায় ঋণ সুবিধার সুদ/মুনাফার হার হবে ৯%;
- ৪% বহন করবে ঋণ গ্রহীতা শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং অবশিষ্ট ৫% সরকার ভর্তুকি হিসাবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে প্রদান করবে;
- ক্রমহ্রাসমান স্থিতি (declining balance method) ভিত্তিতে সুদ/মুনাফা হিসাব হবে।

৪. অন্যান্য চার্জ:

- ঋণ আবেদন ফি (Loan Application Fee) হিসেবে ২০০/- টাকার অধিক আদায় করা যাবে না;
- ডকুমেন্টেশন ফি (Documentation Fee), সিআইবি চার্জ (CIB Charge), স্ট্যাম্প চার্জ (Stamp Charge) এবং আইনি ও জামানত মূল্যায়ন ফি (Legal and Valuation Fee) প্রকৃত ব্যয়ের (At Actual) ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে;
- কটেজ ও মাইক্রো খাতে প্রদত্ত ঋণ মেয়াদপূর্তির পূর্বে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে Early Settlement Fee আদায় করা যাবে না;
- উল্লিখিত ফি/চার্জ এর অতিরিক্ত অন্য কোন চার্জ/ফি/কমিশন প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় প্রদত্ত ঋণ হিসাব থেকে আদায় করা যাবে না।

৫. ঋণ/বিনিয়োগ আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র:

বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার ও ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী সিএমএসএমই ঋণের জন্য প্রযোজ্য কাগজপত্র দাখিল করতে হবে। তবে ঋণের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পভেদে ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য হিসাব বিবরণী দাখিল করা প্রয়োজন হবে।

৬. গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ:

গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের মেয়াদ যা হোক না কেন, প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় সর্বোচ্চ ১ বছরের জন্য ভর্তুকি সুবিধা পাওয়া যাবে।

৭. জামানত:

ঋণ বিতরণে সহায়ক জামানত হিসেবে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও গ্রুপ গ্যারান্টি গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমইএসপিডি এর সার্কুলার নং-০২ তারিখ ০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ অনুসরণযোগ্য। উক্ত সার্কুলারের নির্দেশনা নিম্নরূপ:

৮. জামানতবিহীন ঋণ:

সিএমএসএমই ঋণের প্রসারে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জামানতের বিষয়টিকে অন্যতম সমস্যা হিসেবে গণ্য করা হয়। এ সমস্যা সমাধানে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও গ্রুপ গ্যারান্টিকে জামানত হিসেবে বিবেচনা করা যাবে। এছাড়া, ক্ষেত্র বিশেষে ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক পূর্বে গৃহীত কোন প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের মূল্যায়ন (Credit history/Performance) এর বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়ে জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করা যেতে পারে।

৯. ব্যক্তিগত গ্যারান্টি:

ব্যক্তিগত গ্যারান্টি বলতে ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও ঋণ গ্রহীতার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় গৃহীত ঋণের আদায় সুরক্ষার লক্ষ্যে উভয় পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য কোন ব্যক্তির অঙ্গীকারনামাকে বোঝাবে। এক্ষেত্রে একের অধিক ব্যক্তিগত গ্যারান্টিকে বাধ্যতামূলক করা যাবে না।

(অবশিষ্ট পরের পৃষ্ঠায়)

(২য় পৃষ্ঠার পর)

১০. সামাজিক গ্যারান্টি:

সামাজিক গ্যারান্টি বলতে ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও ঋণ গ্রহীতার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় গৃহীত ঋণের আদায় সুরক্ষার লক্ষ্যে উভয় পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য কোন প্রতিষ্ঠান/সংস্থার অঙ্গীকারনামাকে বোঝাবে। উদাহরণস্বরূপ, কোন ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত ঋণের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট চেম্বার/অ্যাসোসিয়েশন/ব্যবসায়ী সংগঠন/সিএমএসএমই বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অঙ্গীকারনামার বিষয়টিকে সামাজিক জামানত হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

১১. গ্রুপ গ্যারান্টি:

গ্রুপভিত্তিক ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত কোন সদস্য কর্তৃক গৃহীত ঋণের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট গ্রুপ কর্তৃক সামষ্টিকভাবে প্রদত্ত গ্যারান্টিকে গ্রুপ জামানত হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে গ্রুপের কোন সদস্য খেলাপি হলে পুরো গ্রুপকে খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

১২. খাতভিত্তিক বিভাজন:

- উৎপাদন, সেবা ও ট্রেড/ব্যবসা খাতের ঋণ/বিনিয়োগের অনুপাত হবে যথাক্রমে ৫০, ৩০ ও ২০ শতাংশ;
- কটেজ (কুটির), মাইক্রো (অতিক্ষুদ্র) এবং স্মল (ক্ষুদ্র) খাতে এক বছরে মোট ঋণের ৭০% এবং অবশিষ্ট ৩০% মাঝারি খাতে বিনিয়োগ করা যাবে;
- মোট ঋণের নুন্যতম ৫% নারী-উদ্যোক্তাদেরকে প্রদান করতে হবে;
- মোট ঋণের নুন্যতম ১৫ শতাংশ গ্রামাঞ্চলে প্রদান করতে হবে।

১৩. ঋণ গ্রহীতার যোগ্যতা:

- করোনা ভাইরাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এমন কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগ এ সুবিধার আওতাভুক্ত হবে;
- কুটির ও মাইক্রো শিল্পের নতুন উদ্যোক্তা অর্থাৎ যারা আগে কোন ঋণ নেননি এবং বিদ্যমান ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা উভয়ের ক্ষেত্রে সর্বশেষ হিসাব বছরের আর্থিক বিবরণী অথবা উৎপাদন/বিক্রি/ টার্নওভারের লিখিত হিসাব থাকা সাপেক্ষে ঋণ পাবেন;
- ক্ষুদ্র শিল্পের নতুন উদ্যোক্তা অর্থাৎ যারা আগে কোন ঋণ নেননি এবং বিদ্যমান ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা উভয়ের ক্ষেত্রে সর্বশেষ হিসাব বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী অথবা আস্থায় নেয়া যায় এরূপ আর্থিক বিবরণী থাকা সাপেক্ষে ঋণ পাবেন;
- মাঝারি শিল্পের নতুন উদ্যোক্তা অর্থাৎ যারা আগে কোন ঋণ নেননি এবং বিদ্যমান ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহীতা উভয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের Guidelines on Internal Credit Risk Rating Systems for Banks (ICRRS) সম্পন্ন না করে ঋণ দেয়া যাবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যাংক নিজস্ব নীতিমালার আওতায় ঋণ ঝুঁকি বিশ্লেষণপূর্বক ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে গ্রাহক নির্বাচন করবে।

১৪. অযোগ্যতা:

- ঋণ খেলাপি উদ্যোক্তা এ প্যাকেজের আওতায় ঋণ পাবেন না;
- কোন ঋণ/বিনিয়োগ মন্দ/ক্ষতিজনক মানে শ্রেণীকৃত হওয়ার পর ইতঃপূর্বে তিনবারের অধিক পুনঃতফসিলকৃত হলে ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান এ প্যাকেজের আওতায় ঋণ পাবেন না।

১৫. ঋণ/বিনিয়োগের ব্যবহার:

- চলতি মূলধনের চাহিদার বিপরীতে এ প্যাকেজের আওতায় প্রাপ্ত ঋণ ব্যবহার করা যাবে;
- এ ঋণের অর্থ দিয়ে বিদ্যমান কোন ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব সমন্বয় করা যাবে না;
- ব্যবসা সম্প্রসারণ বা নতুন কোন ব্যবসা চালুর জন্য এ ঋণ/বিনিয়োগ ব্যবহার করা যাবে না।

১৬. ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ:

- করোনা ভাইরাসের কারণে ব্যবসায়ের ক্ষতি এবং বিগত এক/একাধিক বছরের উৎপাদন/বিক্রি/টার্নওভার এর ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় চলতি মূলধনের পরিমাণ হিসাব করা হবে;
- উৎপাদন ও সেবা শিল্পের সাথে জড়িত উদ্যোক্তাগণ যারা ইতঃপূর্বে ব্যাংক হতে চলতি মূলধন ঋণ/ বিনিয়োগ গ্রহণ করেছেন তাঁদের ক্ষেত্রে বিদ্যমান চলতি মূলধন ঋণ/ বিনিয়োগ স্থিতির ৩০% বা বিগত ৩ বছরের গড় পরিচালন ব্যয় এর ৫০%- এ দুটির মধ্যে যেটি কম সর্বোচ্চ সেই পরিমাণ ঋণ পেতে পারেন।

ধরা যাক, উৎপাদন বা সেবা শিল্পের সাথে জড়িত কোনো একজন উদ্যোক্তার কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ১০ লক্ষ টাকার ঋণ রয়েছে এবং উদ্যোক্তার গত ৩ বছরের বার্ষিক পরিচালন ব্যয় (কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন, অফিস ভাড়া, বাজারজাতকরণ ব্যয়, বীমা প্রিমিয়াম, কর ইত্যাদি) যথাক্রমে ৪ লক্ষ, ৫ লক্ষ এবং ৬ লক্ষ টাকা। সেক্ষেত্রে তিনি প্যাকেজের আওতায় ঋণ পাবেন সর্বোচ্চ ২.৫০ লক্ষ টাকা। কারণ বিদ্যমান ঋণ ১০ লক্ষ টাকার ৩০ শতাংশ ৩ লক্ষ টাকা এবং বিগত ৩ বছরের গড় পরিচালন ব্যয় ৫ লক্ষ টাকার ৫০% সমান ২.৫০ লক্ষ টাকা। সেহেতু, পরিচালন ব্যয়ের হিসাব অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় তিনি সর্বোচ্চ ২.৫০ লক্ষ টাকা ঋণ পাবেন।

- ট্রেডিং ব্যবসার ক্ষেত্রে যে সকল উদ্যোক্তাগণ ইতঃপূর্বে ব্যাংক হতে চলতি মূলধন ঋণ/ বিনিয়োগ গ্রহণ করেছেন তাঁদের ক্ষেত্রে সর্বশেষ হিসাব বছরসহ বিগত তিন বছরের আর্থিক বিবরণীতে উল্লিখিত গড় বার্ষিক টার্নওভার (মোট বার্ষিক বিক্রয়) এর ২৫% ঋণ পেতে পারেন, তবে ঋণের পরিমাণ ১ কোটি টাকার বেশি হবে না।

ধরা যাক, কোন একজন ব্যবসায়ীর বিগত ৩ বছরের বার্ষিক বিক্রয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৫০ লক্ষ, ৬০ লক্ষ ও ৭০ লক্ষ টাকা। সেক্ষেত্রে তাঁর বিগত ৩ বছরের মোট বিক্রয় ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা; অতএব বিগত ৩ বছরে তাঁর গড় বিক্রয় ৬০ লক্ষ টাকা। এক্ষেত্রে প্যাকেজের আওতায় তিনি সর্বোচ্চ ঋণ পাবেন ৬০ লক্ষ টাকা এর ২৫ শতাংশ অর্থাৎ সর্বোচ্চ ১৫ লক্ষ টাকা।

- নতুন উদ্যোক্তা (উৎপাদন ও সেবা) অর্থাৎ যারা আগে কোন ঋণ নেননি তাঁদের ক্ষেত্রে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান নীতিমালার আওতায় ঋণের পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে।
- নতুন উদ্যোক্তা (ব্যবসা) অর্থাৎ যারা আগে কোন ঋণ নেননি তাঁদের ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ মোট বার্ষিক বিক্রয়ের ২৫ শতাংশের বেশি হবে না। নতুন উদ্যোক্তা (ব্যবসা) ক্ষেত্রে ঋণের পরিমাণ ১ কোটি টাকার ঊর্ধ্বে হবে না।

১৭. ঋণ/বিনিয়োগের জন্য আবেদন:

- দেশের যে কোন তফসিলি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে উদ্যোক্তাগণ ঋণ/ বিনিয়োগের আবেদন করতে পারবেন;
- ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান অগ্রাধিকার পাবেন।

১৮. চেম্বার/অ্যাসোসিয়েশনের ভূমিকা:

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজনে ঋণ গ্রহীতা নির্বাচন, ঋণ বিতরণ, তদারকি ও আদায় সংক্রান্ত কার্যক্রমে FBCCI বা এর সদস্য চেম্বার/অ্যাসোসিয়েশনসমূহের সহায়তা গ্রহণ করতে পারেন।

(অবশিষ্ট পরের পৃষ্ঠায়)

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

১৯. ঋণ বিতরণ মনিটরিং:

- এসএমই অ্যান্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস ডিপার্টমেন্টের বিশেষ মনিটরিং সেল যে কোন সময় এ তহবিলের আওতায় প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিদর্শন করতে পারবে;
- প্যাকেজের আওতায় প্রদত্ত ঋণ/বিনিয়োগের ব্যবহার যথাযথভাবে হচ্ছে কিনা, তা তদারক করার জন্য প্রতিটি ব্যাংক তাদের প্রধান কার্যালয়ের আওতায় একটি বিশেষ মনিটরিং সেল গঠন করে বিষয়টি নিয়মিত তদারকি করবে।

জেলা এসএমই ঋণ বিতরণ মনিটরিং কমিটি: শিল্প মন্ত্রনালয়ের উদ্যোগে ইতোমধ্যে দেশের সব জেলায় জেলা প্রশাসককে আহ্বায়ক করে 'জেলা এসএমই ঋণ বিতরণ মনিটরিং কমিটি' গঠন করা হয়েছে। যার গঠন নিম্নরুপ:

১	জেলা প্রশাসক	আহ্বায়ক
২	প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ বিতরণে নিয়োজিত লিড ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংকের জেলা পর্যায়ের শীর্ষ কর্মকর্তা	সদস্য
৩	বাংলাদেশ ব্যাংক এর প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
৪	এসএমই ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
৫	সভাপতি, জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি	সদস্য
৬	জেলা সভাপতি, জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব)	সদস্য
৭	খাত ভিত্তিক শিল্প সংগঠনের জেলা সভাপতি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
৮	উইম্যান চেম্বার/অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
৯	জেলা প্রশাসক মনোনীত স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি (একজন)	সদস্য
১০	জেলা প্রশাসক মনোনীত মাইক্রো ফাইন্যান্সিং/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জেলা প্রতিনিধি (একজন)	সদস্য
১১	উপমহাব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপক/উপব্যবস্থাপক, শিল্প সহায়ক কেন্দ্র, বিসিক	সদস্য-সচিব

এসএমই খাত উজ্জিবন সংক্রান্ত কমিটি: এই কমিটি 'জেলা এসএমই ঋণ বিতরণ মনিটরিং কমিটি'কে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা, পরামর্শ বা মতামত প্রদান করবে।

১	মোঃ হেলাল উদ্দিন এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব (বিরা ও বেসরকারি খাত), শিল্প মন্ত্রণালয়	আহ্বায়ক
২	মোঃ মোশতাক হাসান এনডিসি, চেয়ারম্যান, বিসিক	সদস্য
৩	মোঃ সফিকুল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএমই ফাউন্ডেশন	সদস্য
৪	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	সদস্য
৫	অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি	সদস্য
৬	বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি	সদস্য
৭	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড -এর প্রতিনিধি	সদস্য
৮	সভাপতি, বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স (বিসিআই)	সদস্য
৯	সভাপতি, বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি (বিইআইওএ)	সদস্য
১০	সভাপতি, জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব)	সদস্য
১১	বেগম ফারজানা মমতাজ, যুগ্ম সচিব, (জাস, সমন্নয় ও প্রওম), শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

২০. যোগাযোগ:

প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ প্রাপ্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শের জন্য এসএমই ফাউন্ডেশনের নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে:

১	সুমন চন্দ্র সাহা সহকারী মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	মোবাইলঃ ০১৫৫২১৪০১০০ ইমেইলঃ suman.saha@smef.gov.bd
২	দেবাশীষ সাহা উপব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন	মোবাইলঃ ০১৫৫০৩০০৫২১ ইমেইলঃ debashis.saha@smef.gov.bd

এছাড়া প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ প্রাপ্তি ও এসএমই সংক্রান্ত যে কোনো বিষয়ে বিস্তারিত জানতে সরাসরি যোগাযোগ করুন নিম্নোক্ত ঠিকানায়:

এসএমই ফাউন্ডেশন রয়েল টাওয়ার, ০৪ পান্থপথ ঢাকা-১২১৫	ফোন: +৮৮০২৮১৪২৯৮৩, ৯১০৪১২৪ ইমেইল: info@smef.gov.bd ওয়েব: www.smef.gov.bd

করোনা ভাইরাসজনিত কারণে সাধারণ ছুটিকালে এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রম

নভেল করোনা ভাইরাস থেকে সৃষ্ট কোভিড-১৯ মহামারী হিসেবে ছড়িয়েছে বিশ্বের ২১৩টিরও বেশি দেশে। বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারী মোকাবেলায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর নির্দেশনা মোতাবেক বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও জনসাধারণের চলাচল সীমিত করার মাধ্যমে করোনা ভাইরাস এর বিস্তার রোধ করার উদ্দেশ্যে সকল সরকারি-বেসরকারি দপ্তরসমূহে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়।

করোনা ভাইরাসের ব্যাপক বিস্তারের কারণে বিশ্ব অর্থনীতি বড় ধরণের বিপর্যয়ের সম্মুখীন। এই প্রভাব সবচেয়ে মারাত্মক আকার ধারণ করবে বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশগুলোতে। দেশে করোনা ভাইরাস বিস্তারের কারণে থমকে গেছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম, অভ্যন্তরীণ বেচাকেনার পাশাপাশি সংকুচিত হয়েছে আমদানি-রফতানি বাণিজ্য। ২৬ মার্চ ২০২০ থেকে ৩০ মে ২০২০ পর্যন্ত টানা ৬৬ দিন সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির পাশাপাশি ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত সীমিত আকারে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। তবে কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটেও অব্যাহত ছিল এসএসই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম। এসময় এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক উল্লেখযোগ্য বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ:

- করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে অর্থনৈতিক প্রভাব উত্তরণে এসএমই খাতের সম্ভাব্য ক্ষতি এবং করণীয় বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ে মতামত ও সুপারিশ তুলে ধরে এসএমই ফাউন্ডেশন। ২৯ মার্চ ২০২০ প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিবের সাথে বৈঠকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এসব মতামতের অবতারণা করা হয়।
- সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ২০,০০০ কোটি টাকা প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ প্রাপ্তির জন্য এসএমই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় এসএমই খাতের ঋণ বিতরণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতার জন্য কমিটি গঠনের প্রস্তাবনা এসএমই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। এসব প্রস্তাবের ভিত্তিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে জেলা এসএমই ঋণ বিতরণ মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয় এবং উক্ত কমিটিতে ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি রাখা হয়। ইতোমধ্যে ৬৪ জেলায় কমিটির একাধিক সভা আয়োজনের মাধ্যমে এসএমই ফাউন্ডেশনের সহায়তায় জেলা পর্যায়ে এসএমই ঋণ বিতরণ সমন্বয়ের কার্যক্রম চলমান।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে সহযোগিতা, করোনা পরিস্থিতিতে এসএমই খাতের সামগ্রিক বিষয় পর্যবেক্ষণ এবং এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গঠিত 'এসএমই খাত উজ্জীবন সংক্রান্ত কমিটি'র ১ম ও ২য় সভায় ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে সুপারিশ ও পরামর্শ প্রদান করা হয়।
- করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কটেজ, মাইক্রো এবং এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০ হাজার কোটি টাকার বিশেষ আর্থিক প্রণোদনা ব্যবহারের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের জারিকৃত সার্কুলারের বিষয়ে এসএমই ফাউন্ডেশন মতামত প্রদান করে।
- করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের দুর্যোগ পরবর্তী পরিস্থিতিতে ঘুরে দাঁড়াতে সহায়তাকরণের লক্ষ্যে সাধারণ ছুটিকালেও এসএমই ফাউন্ডেশনে সীমিত পরিসরে নিয়মিতভাবে দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এই সময়ে ফাউন্ডেশনের মাসিক সমন্বয় সভা, একাধিক ওয়ার্কিং কমিটির সভা ছাড়াও কর্মকর্তাবৃন্দ সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও করণীয় নির্ধারণে একাধিকবার অনলাইন প্লাটফর্ম জুম -এর মাধ্যমে সভায় মিলিত হন।
- শিল্প মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, দেশী-বিদেশী বিভিন্ন দপ্তর-সংস্থা, দাতা সংস্থা, এসএমই সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ট্রেড বডিজ/অ্যাসোসিয়েশন, গবেষক, এসএমই ক্লাস্টারের প্রতিনিধিবৃন্দ, এসএমই উদ্যোক্তা এবং ব্যাংকারদের সাথে কোভিড-১৯ এর প্রভাবে মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের (এমএসএমই) সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি এবং পরবর্তী করণীয় বিষয়ে নিয়মিতভাবে আলোচনা করে মতামত এবং সুপারিশ গ্রহণ করার পাশাপাশি এই সংকটকালীন সময়ে এসএমই উদ্যোক্তাদের মনোবল সমুন্নত রেখে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ পরামর্শ প্রদান করেন।
- ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য এসএমই বান্ধব ৫৭টি বাজেট প্রস্তাবনা এনবিআর এবং বাণিজ্য ও ট্যারিফ কমিশনের কাছে পাঠানো হয়।
- অনলাইন মার্কেটপ্লেস ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এসএমইদের ব্যবসার বৃদ্ধিতে সহায়তার জন্য a2i, Ajker deal, Priyo shop, SSL Commerce I Malaysia Digital Economy Corporation এর সাথে একাধিক অনলাইন সভা আয়োজনের পাশাপাশি Anondomela, ekshop ও অন্যান্য অনলাইন মার্কেটে ব্যবসার জন্য এসএমই ফাউন্ডেশন সংশ্লিষ্ট এসএমই সম্পর্কিত তথ্য a2i এ প্রদান করে।
- এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য অনলাইন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এপ্রিল-জুন ২০২০ সময়ে ১০০জন উদ্যোক্তাকে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ই-কমার্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং মহাব্যবস্থাপকগণ কোভিড-১৯ সংকট মোকাবেলায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ ও সুপারিশমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে একাধিক টিভি প্রতিবেদনে সাক্ষাতকার প্রদান, টকশো এবং দেশী-বিদেশী ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ করে এসএমই খাতের সমস্যা তুলে ধরেন এবং উত্তরণের উপায় চিহ্নিত করে মতামত প্রদান করেন।
- ২০১৯-২০ এর বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা বিশ্লেষণ ও অবশিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি ২০২০-২১ এর বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করেন ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাগণ।
- ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

পরিচালক পর্ষদের ১১২তম সভা ও ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপিত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন কর্মসূচীর আওতায় সরাসরি সুবিধাভোগীর পরিসংখ্যান:

ক্রম.	উইং এর নাম	সরাসরি সুবিধাভোগীর পরিসংখ্যান		মোট
		নারী	পুরুষ	
১.	বিজনেস সাপোর্ট সার্ভিসেস	৯১৯	১৩৭৭	২২৯৬
২.	মানব সম্পদ উন্নয়ন	৪৪৪	১৭৭৬	২২২০
৩.	ফাইন্যান্স অ্যান্ড ক্রেডিট সার্ভিসেস	৬৬৯	২২৪	৮৯৩
৪.	আইসিটি	১০৫১	৪৫০	১৫০১
৫.	পলিসি অ্যাডভোকেসি	১৪৩	১৩০	২৭৩
৬.	ক্লাস্টার উন্নয়ন	১৯২	৭৬৮	৯৬০
৭.	টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট	১৫	৭৭৪	৭৮৯
৮.	নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন	১৫৬৬	-	১৫৬৬
মোট		**৪৯৯৯**	**৫৪৯৯**	**১০৪৯৮**

ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদের ১১২তম সভা আয়োজন

অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আয়োজিত এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদের ১১২তম সভা'র একাংশ

১৪ জুন ২০২০, রবিবার অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদের ১১২তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন কে এম হাবিব উল্লাহ'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের সার সংক্ষেপ তুলে ধরেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম। এছাড়া সভায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরের কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুতকৃত 'ফাউন্ডেশনের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন' ১৪তম বার্ষিক সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করা হয়। পাশাপাশি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন এবং ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন অনুমোদন করেন পরিচালক পর্ষদের সদস্যরা। এছাড়া করোনা ভাইরাসের কারণে সরকার ঘোষিত ৬৬ দিনের সাধারণ ছুটির সময়ে ফাউন্ডেশন কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমও পরিচালক পর্ষদের সদস্যদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো: সফিকুল ইসলাম।

কোভিড-১৯ এর প্রভাব উত্তরণে দেশের এসএমই খাতকে সহায়তার জন্য ইউনিডো'র B3C মডেল উপস্থাপন

কোভিড-১৯ এর প্রভাব উত্তরণে এবং ব্যবসায় গতি ফেরাতে বাংলাদেশের এসএমই খাতের উদ্যোক্তাদের পরামর্শ, সহায়তা ও সচেতনতা-এই তিন ক্ষেত্রে সহায়তা করতে আগ্রহী জাতিসংঘের শিল্প উন্নয়ন সংস্থা-ইউনিডো (UNIDO)। Building Back Business from Crisis বা B3C মডেল নিয়ে ৩০ এপ্রিল ২০২০ সংস্থাটির কর্মকর্তাগণ আলোচনা করেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে। সভায় ভারতে B3C মডেল বাস্তবায়ন পরিস্থিতি এবং বাংলাদেশে B3C মডেল বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। অনলাইন সভায় এসএমই ফাউন্ডেশনের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক এসএম শাহীন আনোয়ার অংশগ্রহণ করে মতামত প্রদান করেন। কোভিড-১৯ এর প্রভাবে বাংলাদেশের এসএমই খাতের বাজার ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব অনিশ্চয়তা, পণ্যের চাহিদা কমে যাওয়া, কর্মীদের কাজ হারানো, অবিক্রিত উৎপাদিত পণ্যের মজুদ এবং সরবরাহ ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হওয়া-এই পাঁচ সংকট চিহ্নিত করেছে সংস্থাটি। সেই সাথে নির্ভরশীল উৎপাদন,

কর্মশক্তি, গ্রাহক এবং সরবরাহকারী-এই চার বিষয়ে মনযোগ বাড়িয়ে পরিস্থিতি থেকে পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা নির্ধারণ করা হয়। সভায় অনলাইন প্রশিক্ষণ এবং ওয়ান টু ওয়ান কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে ব্যবসা পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন ইউনিডো'র বাংলাদেশ কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ জাকি উজ জামান এবং আঞ্চলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ রেনে ভ্যান বারকেল। এতে বলা হয়, এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য ১৮ থেকে ৪৮ মাস মেয়াদী পরামর্শ সহায়তা কার্যক্রমে ব্যয় হতে পারে ৪ লাখ থেকে ১৫ লাখ ডলার, পণ্যের প্রচারের উপায় বিষয়ক ৬ থেকে ১৮ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণে ব্যয় হতে পারে ৫০ হাজার থেকে ২ লাখ ডলার এবং ৩ থেকে ৬ মাস মেয়াদী বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা এবং উদ্যোক্তাদের প্ল্যাটফর্ম তৈরি কার্যক্রমে তেমন কোন অর্থের প্রয়োজন হবে না।

ক্লাস্টার প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজন

২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে "Meeting with stakeholders of the clusters regarding the problems and prospects of respective clusters and also to identify the next annual action plan activities" বিষয়ে ক্লাস্টার প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করে ফাউন্ডেশনের ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট অনুবিভাগ। ২৫ জুন ২০২০ অনলাইনে অনুষ্ঠিত সভায় অংশগ্রহণ করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালক রাশেদুল করিম মুন্না, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক লীলা রশিদ, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর নির্বাহী সদস্য বেগম মোহসিনা ইয়াসমিন, এসএমই ফাউন্ডেশনের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক এসএম শাহীন আনোয়ার এবং মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খান। এতে সভাপতিত্ব করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম। আলোচনাকালে ১৪টি ক্লাস্টারের ১৬জন প্রতিনিধি করোনা মহামারীতে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন। উদ্যোক্তারা জানান, প্রবাসীদের রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয় কমে যাওয়ার কারণে ভোক্তাদের মাঝে ব্যয়

অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ক্লাস্টার প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা

সংকোচন প্রবণতা শুরু হয়েছে। সেই সাথে পহেলা বৈশাখ ও রমজানের ঈদের বাজার ধরতে না পারার কারণে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা । ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায়-উৎপাদিত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ করা এবং দেশীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের পরিধি বৃদ্ধি করা। এজন্য তিনি উদ্যোক্তাদের ব্যবসার বিকল্প বাজার সন্ধান এবং উৎপাদন ও পণ্যে উদ্ভাবনী ক্ষমতার প্রয়োগের পরামর্শ দেন। প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে ৬৪টি এসএমই ফাংশনাল ইউনিট করা হয়েছে মর্মে তিনি মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারীদের অবহিত করেন এবং এসএমই ক্লাস্টারসমূহের সাথে সার্বক্ষণিক সহযাত্রী হিসেবে পাশে থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

এসএমই খাতের উন্নয়নে সহায়তার লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন এবং দক্ষিণ কোরিয়া এসএমই ফেডারেশনের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

এসএমই খাতের উন্নয়নে দ্বিপাক্ষিক কার্যক্রমে সহায়তার লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক সাক্ষর করেছে এসএমই ফাউন্ডেশন এবং কোরিয়া ফেডারেশন অব এসএমইএস (কেবিআইজেড)। সমঝোতা স্মারকের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দিক নিম্নে তুলে ধরা হল:

লক্ষ্য:
দুই দেশের এসএমই খাতের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ পরিস্থিতির উন্নতির মাধ্যমে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়ানো এই সমঝোতা স্মারকের লক্ষ্য।

সহায়তার সুযোগ:
উদ্ভাবনের ওপর জোর দিয়ে দুই পক্ষই একে অন্যের কাছে নিজেদের বাণিজ্য ও বিনিয়োগে সহায়তার সম্ভাবনাগুলো তুলে ধরবে। সেই সাথে এসএমই উদ্যোক্তাদের দুই দেশের এসএমই খাতে বিনিয়োগ এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রগুলো একে অন্যকে জানাবে।

সহায়তার ক্ষেত্র:
অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে এসএমই খাতের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিম্নবর্ণিত বাংলাদেশ ও কোরীয় এসএমই সংস্থা পারস্পরিক সহায়তা বিনিময়ের জন্য চারটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছে:

- এসএমই খাতের উন্নয়নে দুই দেশের সরকারের নীতি সহায়তার তথ্য বিনিময়;
- এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য সেবা ও সহায়তা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা বিনিময়;
- এসএমই খাত সংক্রান্ত প্রকাশনা বিনিময়; এবং
- দুই দেশের এসএমই উদ্যোক্তাদের সহায়তাকে শক্তিশালীকরণে সেমিনার, বাণিজ্য মেলা, প্রদর্শনী এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচী আয়োজন।

তথ্য বিনিময়:
এসএমই ফাউন্ডেশন এবং কোরীয় এসএমই সংস্থা-কেবিআইজেড নিজেদের বাণিজ্য মেলা, প্রদর্শনী এবং অন্যান্য কর্মসূচীর তথ্য একে অন্যকে জানাবে। দুই সংস্থা'র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এসব তথ্য সম্বলিত লিংক একে অন্যকে পাঠাবে।

দ্বিপাক্ষিক কর্মসূচী বাস্তবায়ন:
কোন কর্মসূচী বা প্রকল্প বাস্তবায়নে অন্য দেশের এসএমই উদ্যোক্তাদের আমন্ত্রণ জানালে তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে স্বাগতিক এসএমই সংস্থা। এক্ষেত্রে প্রতিনিধিদের ভ্রমণ ব্যয় অংশগ্রহণকারী কিংবা সংশ্লিষ্ট দেশের এসএমই সংস্থা বহন করবে।

অর্থায়ন:
সমঝোতা স্মারকের অধীনে কোন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ব্যয় সংশ্লিষ্ট দেশের এসএমই সংস্থা বহন করবে।

সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ:
১৮ মার্চ ২০২০ থেকে তিন বছর পর্যন্ত এই সমঝোতা স্মারক কার্যকর থাকবে। কোন পক্ষ আপত্তি না করলে মেয়াদ শেষে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা পরবর্তী ৩ বছরের জন্য বর্ধিত হবে। তবে ৩০ দিনের নোটিশ দিয়ে যে কোন পক্ষ সমঝোতা স্মারক বাতিল করতে পারবে।

এসএমই অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাগণের জন্য ToT কর্মশালা আয়োজন

এসএমই খাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অ্যাসোসিয়েশন, ট্রেডবডি ও চেম্বারের সক্ষমতা বৃদ্ধি অন্যতম প্রধান পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বর্তমান ডিজিটাল যুগে এসএমই উদ্যোক্তারা আইসিটিবান্ধব হলেই কেবল তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণ ও টেকসই করা সম্ভব। এ প্রেক্ষাপটে এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক এসএমই সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশন এবং তাদের কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে 'অফিস ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনায় আইসিটি ব্যবহার' কর্মশালার আয়োজন করা হয়। দিনব্যাপী কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে অ্যাসোসিয়েশনের অফিস ব্যবস্থাপনায় আইসিটি টুলস ব্যবহার, উদ্যোক্তাদের ব্যবসা অনলাইনে অন্তর্ভুক্তকরণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ২০ জুন ২০২০ অনলাইন প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় উইমেন এন্ট্রাপ্রেনার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ওয়েব), বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রি, বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি,

অনলাইন প্ল্যাটফর্মে এসএমই অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাগণের জন্য ToT কর্মশালা

বাংলাদেশ জুট অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ হ্যান্ডিক্রাফটস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাংলাক্রাফট), জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব) এর মনোনীত ১০জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। উক্ত কর্মশালা উদ্যোক্তাদের ব্যবসা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

এসএমই খাতে কোভিড-১৯ জনিত ক্ষয়ক্ষতি উত্তরণে সেপ্টেম্বর ২০২০-এ এসএমই ফাউন্ডেশন এবং FES Bangladesh-এর যৌথ আয়োজনে হবে আন্তর্জাতিক ওয়েবিনার

করোনা ভাইরাসের কারণে উৎপাদন, রাজস্ব আয়ের পাশাপাশি উদ্যোক্তা এবং শ্রমিকদের জীবনেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ২০১৯ সালের তুলনায় ২০২০ সালে এসএমই খাতের রাজস্ব ৬৬% ভাগ কমে গেছে। সেই সাথে পণ্য সরবরাহ বিপর্যস্ত হওয়া, সাময়িকভাবে কর্মীদের বেতন আংশিক ও পুরোটাই না পাওয়াসহ নানা ক্ষেত্রে গ্রামীণ উদ্যোক্তাদেরকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। নতুন এই বাস্তবতার সাথে তাল মিলিয়ে পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা ঠিক রেখে উদ্যোক্তা ও তাদের কর্মীদের মনোবল ধরে রাখতে সরকার এবং বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা এবং নীতি সহায়তারও ব্যবস্থা করেছে।

তবে এসএমই খাতে এসব সহায়তা কতটা কাজে আসছে কিংবা তাদের জন্য আরো কী ধরনের পদক্ষেপ নেয়া যায়, এসব বিষয়ে আলোচনা করতে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০, বৃহস্পতিবার, বিকাল ৩টায় এসএমই ফাউন্ডেশন এবং FES Bangladesh-এর যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হবে আন্তর্জাতিক ওয়েবিনার। অনলাইন প্ল্যাটফর্ম 'জুম' এ অনুষ্ঠিতব্য ওয়েবিনারে আলোচনার বিষয় 'The Pendamic and SMEs: Shock-absorbing policy measure and future debates impacts in Bangladesh and Lessons from responses around the World'।

আন্তর্জাতিক ওয়েবিনারের সম্ভাব্য অতিথি ও আলোচকবৃন্দ

ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। সভাপতিত্ব করবেন এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখবেন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম ও FES Bangladesh-এর রেসিডেন্ট রিপ্রেসেন্টেটিভ টিনা মারি ব্লোম । প্রধান আলোচক বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান এবং জার্মানির ক্র্যাফট-ইন্ডাস্ট্রি ইন্টারন্যাশনালের ভাইস চেয়ার মাইকেল রসলার। আলোচক হিসেবে থাকবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মমতাজ উদ্দিন আহমেদ ও ড. সেলিম রায়হান, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. এম আবু ইউসুফ, ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তৌফিকুল ইসলাম এবং অর্গানাইজেশন স্ট্রাটেজি অ্যান্ড লিডারশীপ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শরীয়ত উল্লাহ এবং বার্লিন স্কুল অব ইকোনোমিক্স অ্যান্ড ল'র এমিরেটাস অধ্যাপক ড. হ্যান্সজর্গ হার। ওয়েবিনার সঞ্চালনা করবেন বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত উল ইসলাম।

ওয়েবিনারে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ, উদ্যোক্তা, গবেষক, নীতি নির্ধারক, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, সুশীল সমাজ বর্তমান পরিস্থিতিতে নীতিগত সহায়তার ধরন এবং উত্তরণের উপায় নিয়ে আলোচনা করবেন। গণমাধ্যমকর্মীগণও ওয়েবিনারে অংশ নিয়ে বিষয়ভিত্তিক মতামত দেয়ার পাশাপাশি উক্ত বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করতে পারবেন। ওয়েবিনারে দেশ-বিদেশের শতাধিক গবেষক, পেশাজীবী, এসএমই উদ্যোক্তা এবং গণমাধ্যমকর্মী অংশগ্রহণ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

ওয়েবিনারে আলোচকগণ করোনায় এসএমই খাতের বর্তমান ও ভবিষ্যত দুই বিষয়ে আলোচনা করবেন:

বর্তমান করণীয় বিষয়ে আলোচনা:

- এসএমই খাতকে টিকিয়ে রাখতে এবং তাদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখতে কী ধরনের নীতি সহায়তা সবচেয়ে বেশি কার্যকর এবং তা কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায়?

ভবিষ্যত করণীয় বিষয়ে আলোচনা:

- তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক উদ্ভাবন কী বাংলাদেশের এসএমই খাতের ভবিষ্যতকে টেকসই করতে পারে? এক্ষেত্রে নীতি সহায়তা কী হতে পারে। দেশভিত্তিক সীমানার বাইরে গিয়ে বিশ্ব বাজারের ভ্যালু চেইনের সাথে এসএমই খাত কীভাবে যুক্ত হতে পারে?

বাংলাদেশ, জার্মানি, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক, বুলগেরিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়ার বিশেষজ্ঞগণ ওয়েবিনারে আলোচনা করবেন। আলোচকগণ দু'টি প্যানেলে আলোচনা করবেন:

প্রথম প্যানেল:

- বিকাল ৩টা থেকে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত প্রথম প্যানেলের আলোচকগণ করোনা মহামারীতে বাংলাদেশের এসএমই খাতের অবস্থা, এসএমই খাতকে সরকারের নীতি সহায়তা, প্রযুক্তি ও নীতির মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সরকার ও অংশীজনের পক্ষ থেকে এসএমই খাতকে সহায়তার নজির বিষয়ে আলোচনা করবেন।

দ্বিতীয় প্যানেল

- বিকাল ৪টা ৪৫ মিনিট থেকে ৬টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত দ্বিতীয় প্যানেলের আলোচকগণ করোনা মহামারী পরবর্তী চ্যালেঞ্জ, সম্ভাবনা, নীতি সহায়তা, তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক উদ্ভাবন এবং এসএমই খাতকে বিশ্ব বাজারের সাথে সংযুক্ত করার উপায় নিয়ে আলোচনা করবেন।

ওয়েবিনারে শুধু আমন্ত্রিত অতিথিগণ অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে ফাউন্ডেশনের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ www.facebook.com/SME.Foundation.bd এ ওয়েবিনারটি সরাসরি সম্প্রচার করা হবে। এছাড়া ওয়েবিনার থেকে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে, যা নীতি নির্ধারণে ভূমিকা রাখবে।

২৭ জুন ২০২০ আন্তর্জাতিক এমএসএমই দিবস উদযাপিত: এবারের প্রতিপাদ্য 'COVID-19: The Great Lockdown and its impact on Small Business'.

২৭ জুন ২০২০ চতুর্থবারের মত 'আন্তর্জাতিক এমএসএমই দিবস' উদযাপিত হয়েছে বাংলাদেশসহ জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্রে। বিশ্বজুড়ে করোনা পরিস্থিতির কারণে এবার দিবসটির থিম ছিল 'COVID-19: The Great Lockdown and its impact on Small Business'।

জাতিসংঘের ওয়েবসাইটে এ বছরের আন্তর্জাতিক এমএসএমই দিবসের প্রতিপাদ্যের স্বপক্ষে উল্লেখ করা হয়েছে, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ সারাবিশ্বে কর্মসংস্থান এবং উপার্জনের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ভুমিকা রাখছে। কোভিড-১৯ এর মহামারীর ফলে উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী, যুবক শ্রেণি এবং দরিদ্র পরিবারের সদস্যদের মধ্যে একটি বড় অংশের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে এমএসএমই খাতে। কখনো কখনো গ্রামীণ অর্থনীতিতে কর্মসংস্থানের একমাত্র মাধ্যম হতে পারে এই এমএসএমই খাত। এমএসএমই খাতে সম্মিলিতভাবে উপার্জনের প্রধান ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হবে, যা মোট জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশে আয় বিতরণের প্রধান মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা রাখবে।

দিবসটি উপলক্ষে International Trade Centre (ITC) কর্তৃক প্রকাশিত 'COVID-19: The Great Lockdown and its Impact on Small Business' প্রতিবেদনে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে:

- ২০২০ সাল বিশ্বের জন্য একটি চ্যালেঞ্জিং বছর। কোভিড-১৯ সারাবিশ্বে মারাত্মক স্বাস্থ্য সংকট তৈরি করেছে। এই সংকট অর্থনীতি এবং জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে গুরুতর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এই সংকটের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত খাতগুলোর মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছে এমএসএমই। এই খাতের কর্মী এবং ক্রেতাগণ ঘরবন্দী এবং লকডাউনের ফলে প্রায় বন্ধ ছিল পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা। ফলশ্রুতিতে, বিশ্বে প্রায় ৭০ শতাংশ কর্মসংস্থানের যোগানদাতা এই এমএসএমই খাত রয়েছে ভয়াবহ ঝুঁকিতে;
- চীন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্র বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনের প্রায় ৬০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। এই অঞ্চলসমূহে কোভিড-১৯ লকডাউনের ফলে সারাবিশ্বের উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থায় নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে;
- এক পঞ্চমাংশ এমএসএমই আগামী তিনমাসের মধ্যে স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে;

- কোভিড-১৯ এর ফলে ৬৪ শতাংশ নারী-উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান মারাত্মক ঝুঁকিতে রয়েছে, পুরুষ-উদ্যোক্তাদের ক্ষেত্রে এই হার ৫২ শতাংশ;
- রাষ্ট্রসমূহকে সংকট পরবর্তীতে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য নতুন করে ভাবতে হবে। পরিবর্তিত ব্যবস্থায় টিকে থাকার জন্য প্রয়োজন হবে- পরিবর্তনকে সক্ষমতার সাথে গ্রহণের মানসিকতা, ডিজিটাল সুবিধার ব্যবহার, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক চর্চা ও টেকসই উন্নয়ন; এবং
- কোভিড-১৯ সংকট থেকে উত্তরণ এবং সংকট পরবর্তীতে বদলে যাওয়া বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থায় টিকে থাকার জন্য এমএসএমই সেক্টরকে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের সাথে তাল মিলিয়ে পথ চলতে হবে।

দিবসের সূত্রপাত:

২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে ০৬ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭১তম সেশনে প্রতি বছর ২৭ জুনকে 'আন্তর্জাতিক এমএসএসই ডে' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এই দাবির সূত্রপাত হয় ২০১৬ সালে International Council for Small Businesses এর ৬১তম বিশ্ব সম্মেলনে। জাতিসংঘের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশ্ব অর্থনীতির সামগ্রিক বিকাশে মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য একটি দিবস প্রবর্তনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সেই প্রস্তাবের সূত্র ধরে 'আন্তর্জাতিক এমএসএমই দিবস' ঘোষণার জন্য ২০১৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭১তম অধিবেশনের আর্জেন্টিনার প্রতিনিধি একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাঁর প্রস্তাবে তিনি উল্লেখ করেন, বিশ্বের প্রায় ৯৫ শতাংশেরও বেশি সংখ্যক শিল্প মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের এবং এই এমএসএমই শিল্পখাত বেসরকারি খাতের প্রায় ৬০ শতাংশ কর্মসংস্থানের অংশীদার। এই প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে জাতিসংঘ ২৭ জুন তারিখকে 'আন্তর্জাতিক এমএসএমই দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে।

এরপর থেকে সারাবিশ্বে মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনীতির চাকা বেগবান করার লক্ষ্যে জনসচেতেনতা তৈরির উদ্দেশ্যে প্রতি বছর জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্র এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতিবছর ২৭ জুন 'আন্তর্জাতিক এমএসএমই দিবস' পালন করে থাকে।

বিগত বছরগুলোতে আন্তর্জাতিক এমএসএমই দিবসের মূল প্রতিপাদ্য:

2017: Small Business- Big Impact.
2018: The Youth Dimension.
2019: Big Money for Small Business: Financing the SDGs[1]

উল্লেখ্য, ফাউন্ডেশনের ২০২০-২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনায় আন্তর্জাতিক এমএসএমই দিবস উদযাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

[1]. তথ্যসূত্র: ইউএন নিউজ, ০৬ এপ্রিল ২০১৭

https://www.un.org/en/observances/micro-small-medium-businesses-day

তথ্যকণিকা

কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে বিশ্বের অধিকাংশ দেশ এসএমই খাতসহ অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে সহায়তা প্যাকেজ ঘোষণা করে। নিম্নে কয়েকটি দেশের সহায়তা প্যাকেজ তুলে ধরা হল:

ভারত:

- ঋণের কিস্তি আদায় ৩ মাসের জন্য স্থগিত;
- অনুর্ধ্ব ১০০ শ্রমিক আছে, এমন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানে ৩ মাস প্রভিডেন্ট ফান্ডের ১২% দেবে সরকার;
- পেনশন ফান্ডের ৭৫% বা ৩ মাসের বেতনের মধ্যে যা কম, তা উত্তোলনের সুযোগ রেখে পেনশন আইন সংশোধন।

জাপান:

- এসএমই খাতের জন্য ১ হাজার ৫০০ কোটি ডলার সুদমুক্ত ঋণ;
- কোভিড-১৯ এ কারণে ১৫% বিক্রি কমেছে, এমন প্রতিষ্ঠানকে স্বল্প সুদে ৬ কোটি ডলার পর্যন্ত ঋণ;
- এমএসএমই খাত (বিশেষ করে পর্যটন শিল্প)-কে ৩ বছরের জন্য স্বল্প/শুন্য সুদে ৩০০ কোটি ডলার ঋণ;
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য ১ বছর কর আদায় শিথিল;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ বা কোভিড-১৯ আক্রান্ত হওয়ায় কাজ করতে না পারা প্রত্যেক শ্রমিককে ৮৩.৩ ডলার ভর্তুকি প্রদান।

মালয়েশিয়া:

- এসএমই খাতের জন্য বিশেষ করে কৃষিপণ্য ই-কমার্সের মাধ্যমে বেশি গ্রাহকের পৌছাতে সরকারের ৪ কোটি রিঙ্গিত বরাদ্দ;
- সব খাতের উদ্যোক্তাদের ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের ৮০% পর্যন্ত ঋণের গ্যারান্টি স্কিমের জন্য ৫ হাজার কোটি রিঙ্গিত বরাদ্দ;
- সর্বোচ্চ ৬০০ কিলোওয়াট বিদ্যুত ব্যবহারকারীদের ৬ মাসের জন্য ১৫% থেকে ৫০% বিল মওকুফের জন্য ৫৩ কোটি রিঙ্গিত বরাদ্দ;
- হোটেল, ট্রাভেল এজেন্সি, এয়ারলাইন্স, শপিং মল, কনভেনশন সেন্টার ও থিম পার্ক- এই ৬ খাতের উদ্যোক্তাদের এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০২০ মাসিক বিদ্যুত বিলের ৫% এবং কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প খাতের ২% মওকুফ করতে ৫০ কোটি রিঙ্গিত বরাদ্দ।

তুরস্ক:

- ১ লাখ ৩৬ হাজার এসএমই প্রতিষ্ঠানের ৩ মাসের ঋণের কিস্তি আদায় স্থগিত;
- সরকারি এসএমই প্রতিষ্ঠান KOSGEB এসএমই প্রতিষ্ঠানসমূহের ১০ হাজার ৫০০ কোটি ডলার বিলম্ব ফি বহন করবে;
- ৬ মাসের জন্য ভ্যাট উইথহোল্ডিং এবং ৩ মাসের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বীমার প্রিমিয়াম আদায় স্থগিত।

যুক্তরাষ্ট্র:

- ৬ হাজার কোটি ডলারের স্মল বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিজাসটার রিলিফ ফান্ড গঠন;
- অনুর্ধ্ব ১০ হাজার শ্রমিক কর্মরত বা ২৫০ কোটি ডলার বিনিয়োগ আছে, এমন প্রতিষ্ঠানের ঋণের কিস্তি ১ বছরের জন্য স্থগিত;
- অনুর্ধ্ব ৫০০ শ্রমিক আছে, এমন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য ১ কোটি ডলার পর্যন্ত ঋণ দিতে ৩৪ হাজার ৯০০ কোটি ডলার সরবরাহ;
- নিউইয়র্ক, ফ্লোরিডা, ম্যাসাচুসেটস এবং সাক্রামেতো রাজ্যে শুন্য সুদে ঋণ সরবরাহ;
- সাময়িক ক্ষতি কাটাতে ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য ৩০ বছরে পরিশোধের সুযোগ রেখে ২০ লাখ ডলার করে ঋণের সুযোগ।

থাইল্যান্ড:

- এসএমই খাতের জন্য ২% সুদে ঋণ দিতে ৫০ হাজার কোটি বাথ বরাদ্দ;
- পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এসএমই উদ্যোক্তাদের ২%-৩% সুদে ঋণ দিতে ১৮ হাজার কোটি বাথ বরাদ্দ;
- ঋণের কিস্তি ও সুদ পরিশোধের সময় ৬ মাস বাড়িয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ১০ কোটি বাথ ঋণ সরবরাহের নির্দেশনা;
- ৯০ লাখ বেকারকে মাসিক ৫ হাজার বাথ ভাতা দেয়ার কর্মসূচী ৬ মাস বর্ধিতকরণ;
- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী'র বাইরে থাকা ৩০ লাখ কর্মীর জন্য ৩ মাস মাসিক ৫ হাজার বাথ বরাদ্দ;
- সব ক্ষেত্রে পানি ও বিদ্যুত বিল মওকুফ

ভিয়েতনাম:

- ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে সহজ শর্তে ঋণ এবং তাদের কর্মীদের বেতন অব্যাহত রাখতে ১৬ লাখ ২০ হাজার কোটি ভিয়েতনামি ডলার বরাদ্দ;
- ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে ০.৫%-২% সুদে ১২০০ কোটি ডলার ঋণের প্রতিশ্রুতি;
- ২ কোটি কর্মীকে বেতন দিতে সহজ শর্তে ঋণের জন্য ৬২ লাখ কোটি ভিয়েতনামি ডলার বরাদ্দ;
- ১৮ লাখ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং ৭ লাখ ৬০ হাজার পরিবারকে ৩ মাস নগদ সহায়তা;

তথ্যসূত্র: বিশ্বব্যাংক

এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য 'অনলাইন মার্কেটপ্লেসের (Anondomela) সাথে পরিচিতি' কর্মশালা আয়োজন

করোনা ভাইরাসের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাগণ। প্রতি বছর বিভিন্ন উৎসবে তাদের বিপুল পরিমাণ পণ্য কেনাবেচা হলেও এবার করোনা ভাইরাসের কারণে পণ্য কারখানায় থাকলেও ক্রেতার কাছে পৌঁছাতে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন উদ্যোক্তারা। আর এ কারণেই ইউএনডিপি বাংলাদেশ এবং ekshop-এর সহায়তায় তৈরি করা হয়েছে অনলাইন মার্কেটপ্লেস 'আনন্দমেলা'। এই 'আনন্দমেলা'র মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাগণ ঘরে বসে সহজেই তাদের পণ্য বিক্রি করতে পারেন এবং যে কেউ সরাসরি উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে তাদেরই উৎপাদিত পণ্য ক্রয় করতে পারেন। এসএমই উদ্যোক্তাদের 'আনন্দমেলা' প্ল্যাটফর্মে অন্তর্ভুক্তকরণের লক্ষ্যে UNDP এবং a2i এর সহযোগিতায় ২৩-২৪ জুন ২০২০ এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক একটি অনলাইন কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন ৩৫জন উদ্যোক্তা। উক্ত কর্মশালায় UNDP বাংলাদেশ, একশপ এবং a2i প্রোগ্রামের রিসোর্সপার্সনগণ anondomela.shop এবং ekshop.gov.bd অনলাইন মার্কেটপ্লেসের অপর তথ্য উপস্থাপন এবং উদ্যোক্তাদের মার্কেটপ্লেসে অংশগ্রহণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা প্রদান করেন। এ প্রশিক্ষণ কর্মশালা বিষয়ে স্যোসাল মিডিয়া ও ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলে ৫২০জন উদ্যোক্তা উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন: এসএমই ফাউন্ডেশনের ট্রেনিং কি শুরু হয়েছে?

-আকরাম সেরনিয়াবাত

উত্তর: *আপাতত অনলাইন প্রশিক্ষণ সীমিত আকারে শুরু হয়েছে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন আমাদের প্রশিক্ষণ বিষয়ক ওয়েবসাইট* http://hrd.smef.org.bd *এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের ফেসবুক পেজ* facebook.com/SME.Foundation.bd *ফলো করুন।*

প্রশ্ন: সরাসরি প্রশিক্ষণ কবে থেকে শুরু হবে?

-সাবরিনা জাকির অর্না

উত্তর: *করোনা পরিস্থিতির কারণে আপাতত অনলাইন প্রশিক্ষণ চলছে সীমিত আকারে। তবে এই পরিস্থিতির উন্নতি হলে শিগগিরই সরাসরি ফাউন্ডেশন অফিসে প্রশিক্ষণ শুরু হবে।*

প্রশ্ন: অনলাইনে করা এসব প্রশিক্ষণের কি কোন সনদ দেয়া হবে?

-জি এম আদল

উত্তর: *এসএমই ফাউন্ডেশনের সকল প্রশিক্ষণেরই সনদ দেয়া হবে, যা ফাউন্ডেশন কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করতে হবে। উল্লেখ্য, জুন ২০২০ এ ১০০জন উদ্যোক্তাকে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ই-কমার্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।*

প্রশ্ন: আমি এসএমই ফাউন্ডেশনে একজন উদ্যোক্তা হিসেবে যোগ দিতে চাই। আমি কীভাবে যোগদান করব?

-অনামিকা স্বপ্ন

উত্তর: *আপনার আগ্রহের জন্য ধন্যবাদ। এ সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: আব্বাস আলী, ব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন। মোবাইল: ০১৮১৮৪৮৯২২৫। ইমেইল:* abbas.ali@smef.gov.bd

প্রশ্ন: ই-কমার্স কোর্সটা করতে চাই? কীভাবে রেজিস্ট্রেশন করব বা কোথায় যোগাযোগ করব?

-ইভা মাসুমা

উত্তর: *এসএমই ফাউন্ডেশন অনলাইন ব্যবসা/ ই-কমার্স বিষয়ক ৩টি প্রশিক্ষণ নিয়মিতভাবে পরিচালনা করে আসছে। এসব প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণসহ বিস্তারিত তথ্য* http://hrd.smef.org.bd/ict *-এ পাওয়া যাবে।*

প্রশ্ন: এসএমই ফাউন্ডেশনের ট্রেনিং সেন্টার কোথায়? দয়া করে জানাবেন।

-তিথি ইসলাম

উত্তর: *এসএমই ফাউন্ডেশন নিজস্ব কার্যালয়ের পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন ট্রেনিং সেন্টারের ভেন্যুতে প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে।*

এছাড়া এসএমই ঋণ সম্পর্কিত বহুল জিজ্ঞাসিত কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্নঃ এসএমই ঋণ কীভাবে পাওয়া যায়?

উত্তরঃ *গ্রাহক যে ব্যাংকে লোন পেতে ইচ্ছুক সেই ব্যাংক এর আকাউন্ট থাকা সাপেক্ষে ব্যাবসার প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র যেমন, সঠিকভাবে পূরণকৃত ব্যাংক লোন আবেদন ফর্ম, ব্যবসার ধরণ ও প্রকৃতি, ট্রেড লাইসেন্স, পজেশন ডিড, আয়/ব্যায় বিবরণী ইত্যাদি ডকুমেন্ট প্রদান করতে হয়। এক্ষেত্রে ব্যাংক যদি আপনাকে যোগ্য মনে করে তবে আপনি এসএমই লোন পাবেন।*

প্রশ্নঃ এসএমই ঋণের সুদের হার কত?

উত্তরঃ *ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক এর ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে জারিকৃত সার্কুলার (বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৩) অনুযায়ী ক্রেডিট কার্ড ব্যতীত অন্যান্য সকল খাতে অশ্রেণীকৃত ঋণ/বিনিয়োগ এর উপর সুদ/মুনাফার হার সর্বোচ্চ ৯ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। অতএব, সার্কুলার অনুযায়ী এসএমই ঋণের সুদ/মুনাফার হার সর্বোচ্চ ৯ শতাংশ হবে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় বিতরণকৃত ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার ভিন্ন হতে পারে।*

প্রশ্নঃ আমি কীভাবে প্রণোদনা প্যাকেজ এর ঋণ সুবিধা পেতে পারি?

উত্তরঃ *কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ এর ঋণ সুবিধা দেশের সকল ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে বিতরণ করা হয়।*
(বিস্তারিত ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

এছাড়া ফাউন্ডেশন এর কার্যক্রম জানতে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন:

এসএমই ফাউন্ডেশন
রয়েল টাওয়ার, ৪ পান্থপথ
কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

ফোন: +৮৮০২৮১৪২৯৮৩, ৯১০৪১২৪
ফ্যাক্স: +৮৮০২৮১৪২৪৬৭
ই-মেইল: info@smef.gov.bd
ফেসবুক: www.facebook.com/SME.Foundation.bd

এসএমই ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারপার্সন কে এম হাবিব উল্লাহ'র ইন্তেকাল: বিভিন্ন সংগঠন এবং বিশিষ্টজনদের শোক প্রকাশ

এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন কে এম হাবিব উল্লাহ ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রজিউন। ১৭ জুন, ২০২০ বুধবার রাত ২টা ৩০ মিনিটে ভারতের কোলকাতার একটি হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন। কিডনিজনিত বিভিন্ন জটিলতার চিকিৎসার জন্য তিনি ভারতের কোলকাতায় যান। ১৬ জুন ২০২০ মঙ্গলবার বিকেলে শারীরিক অসুস্থতা বোধ করায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং ওইদিনই দিবাগত রাত ২টা ৩০ মিনিটে তিনি ইন্তেকাল করেন। হাসপাতালে ভর্তির পর কে এম হাবিব উল্লাহ'র শরীরে করোনা ভাইরাসের উপসর্গ লক্ষ্য করায় চিকিৎসক তাঁর নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠান এবং মৃত্যুর পর পাওয়া প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, তিনি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ছিলেন।

১৮ জুন ২০২০ ঢাকাস্থ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং কোলকাতায় বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনের কর্মকর্তাদের সর্বাত্মক সহযোগিতায় বেনাপোল স্থল বন্দর দিয়ে তাঁর মরদেহ দেশে আনা হয়। ১৯ জুন শুক্রবার, সকাল ৮টায় স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে জানাজা শেষে পরিবারের ইচ্ছা অনুযায়ী নিজ গ্রাম গাজীপুর জেলার কাপাসিয়ার পাবুরে পারিবারিক কবরস্থানে বাবা-মায়ের কবরের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

কে এম হাবিব উল্লাহ বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের ১৯৭৭ ব্যাচের কর্মকর্তা ছিলেন। ২১ মে ২০১৪ সালে তিনি এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যা, আত্মীয়-স্বজনসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি, শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি, শিল্প সচিব কে এম আলী আজম এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম। এছাড়াও শোক প্রকাশ করেছেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প সমিতি ফেডারেশন-ফ্যাকসি, কোলকাতা বেঙ্গল চেম্বার অব কর্মাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, বিসিক, নাসিব, বিভিন্ন নারী-উদ্যোক্তা অ্যাসোসিয়েশন, এসএমই পণ্যভিত্তিক অ্যাসোসিয়েশন, বিভিন্ন চেম্বার, প্রিজম প্রকল্প, এফইএস-জার্মানিসহ দেশী বিদেশী উন্নয়ন সহযোগী সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দ।

ফাউন্ডেশনের প্রয়াত চেয়ারপার্সন কে এম হাবিব উল্লাহ

ফাউন্ডেশনের ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজন

অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আয়োজিত এসএমই ফাউন্ডেশনের ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা'র একাংশ

২৭ জুন ২০২০, শনিবার প্রতিষ্ঠানের ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজিত হয়। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম 'জুম' এ অনুষ্ঠিত এ সভায় এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদ এবং সাধারণ পর্ষদের সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন কে এম হাবিব উল্লাহ'র অনুপস্থিতিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সালাহউদ্দিন মাহমুদকে ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার সভাপতি মনোনয়ন করা হয়। পরে তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এসএমই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের ওপর পরিচালক পর্ষদের প্রতিবেদন উপস্থাপন ও গ্রহণ, নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদন অনুমোদন এবং ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপন ও অনুমোদন করা হয়। সভায় ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদ ও সাধারণ পর্ষদের ৫৪ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

সম্পাদনা পরিষদ: এস এম শাহীন আনোয়ার, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক; মোঃ নাজিম হাসান সাত্তার, মহাব্যবস্থাপক; ফারজানা খান, মহাব্যবস্থাপক; সিরাজুল হায়দার এনডিসি, মহাব্যবস্থাপক, মুহাম্মদ মোরশেদ আলম, সহকারি মহাব্যবস্থাপক, অঙ্গসজ্জা: মো: আরিফুল ইসলাম, প্রোগ্রাম সহকারি, এসএমই ফাউন্ডেশন, রয়েল টাওয়ার, ৪ পান্থপথ, ঢাকা-১২১৫। ফোন: (+৮৮০২) ৮১৪২৯৮৩ ফ্যাক্স: ৮১৪৩০৪৪, ই-মেইল: info@smef.gov.bd ওয়েব সাইট: www.smef.gov.bd